গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(বেসরকারি মাধ্যমিক-১)
www.shed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০২১.১৬(অংশ-১).২৭০

তারিখ : ২৫ কার্তিক ১৪৩৩ / ১০ নভেম্বর ২০২৬

বেসরকারি স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজে (মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তর) শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২৭

ভর্তির কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেসরকারি স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজে (মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তর) শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা করা হলো:

২.০ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে সাধারণভাবে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

৩.০ শিক্ষার্থীর বয়স: জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বয়স সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের ১লা জানুয়ারি তারিখে ৬ বছর বা তার বেশী তবে অবশ্যই ৭ বছরের কম হতে হবে [জন্ম তারিখ ০১-০১-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২০ পর্যন্ত]। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বয়স নির্ধারণে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছরের অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া যাবে।

৪.০ শিক্ষাবর্ষ:

৪.১ শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৪.২ প্রতি শ্রেণি শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৫৫ জন।

৫.০ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ: শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বে কমিটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে পরিচালনা কমিটির সভা আহ্বান করে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবে। তবে একই ক্যাচমেন্ট এলাকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি সংশ্লিষ্ট থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করবেন।

৬.০ ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা: ভর্তি কমিটি : প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায় ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ভর্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

৭.০ ঢাকা মহানগরীর স্কুলসমূহে ভর্তি:

৭.১ ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি স্কুলসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট আসনসমূহ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৪০% কোটা প্রযোজ্য হবে না। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় অবস্থিত হলে শিক্ষার্থীরা যে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করতে পারবে;

৭.২ ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় প্রত্যেক স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া (স্কুল সেবা অঞ্চল) নির্ধারণ করবেন। ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ নিয়ে একাধিক স্কুলের মধ্যে মতদ্বৈধতা বা জটিলতা দেখা দিলে থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিষয়টি সমাধান করবেন। ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ সঠিকভাবে করতে হবে এবং কোন

এলাকা বাদ না পড়ে সেই দিকে সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাচমেন্ট এরিয়ার বিষয়ে থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের আদেশে সন্তুষ্ট না হলে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে আবেদন করা যাবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের আদেশ চূড়ান্ত বিবেচিত হবে;

৭.৩ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে ক্যাচমেন্ট এলাকা জরিপ করে সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উদ্দেশ্যে পঞ্চম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীর তথ্যের জন্য জরিপ ছাড়াও ক্যাচমেন্ট এরিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করবে। স্কুলের ভর্তির বিজ্ঞপ্তির তারিখে শিক্ষার্থী যে এলাকায় বসবাস করবে সেই এলাকায়ই তার ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮.০ ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি

৮.১ ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি সম সংখ্যক শিক্ষার্থীর অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে:

৮.২ ২য়-৯ম শ্রেণির শূন্য আসনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ৮ম শ্রেণী/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে;

৮.৩ ভর্তি পরীক্ষার সময় ও মান বণ্টন:

৮.৩.১ ২য়-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান- ৫০; তন্মধ্যে বাংলা-১৫. ইংরেজি-১৫ ও গণিতে-২০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ০১ (এক) ঘণ্টা:

৮.৩.২ ৪র্থ-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান- ১০০; তন্মধ্যে বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিতে-৪০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ০২ (দুই) ঘণ্টা;

৮.৪. প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসন সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন।

৯.০ ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি:

৯.১ লিখিত পরীক্ষার সকল ভর্তির আবেদন ফরম বিদ্যালয় অফিস এবং বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (যদি থাকে) থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে;

৯.২ আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে। তবে আবেদন ফরম বিতরণের জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) কার্যদিবস সময় দিতে হবে;

৯.৩ আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঠা দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে:

৯.৪ আবেদন ফরম জমা দেয়ার সময় ফরমের নিচের অংশ রোল নম্বর দিয়ে প্রবেশপত্র হিসেবে শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে এবং উপরের অংশ কমপক্ষে এক বছর বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে:

৯.৫. ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইট তৈরী করবে এবং Online-এ শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদন গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করবে।

১০. **শূন্য আসন নিরুপন:** বার্ষিক পরীক্ষার পরপরই প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক ভর্তি কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবেন।

১১. আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি :

আবেদন ফরমের মূল্য: অনলাইনে ১ম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ১১০/- (একশত দশ) টাকা এবং ২য় - ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা গ্রহণ করা যাবে।

ভর্তি ও অন্যান্য ফি:

১১.১ ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ এম.পি.ও. ভুক্ত, আংশিক এম.পি.ও. ভুক্ত এবং এম.পি.ও. বহির্ভূত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ২০০/- (দুইশত) টাকা গ্রহণ করা যাবে;

১১.২ সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল এলাকায় ৫০০/- (পাঁচশত)-পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১০০০/- (এক হাজার)-পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২০০০/- (দুই হাজার)-ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না;

১১.৩ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এম.পি.ও. ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এম.পি.ও. ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এম.পি.ও. বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি সহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান, ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না। একই প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক ক্লাস থেকে পরবর্তী ক্লাশে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতি বছর সেশন চার্জ নেয়া যাবে। তবে পুনঃভর্তির ফি নেয়া যাবে না:

১১.৪ দরিদ্র, মেধাবী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১১.৫ এম.পি.ও. ভুক্ত, আংশিক এম.পি.ও. ভুক্ত এবং এম.পি.ও. বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা- কারিগরি) বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২৪ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭২.২২.০০৩.২৩.২২৪ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১২.০ ভর্তির ফরম এবং ভর্তির ফি বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না, করলে সরকার এম.পি.ও. বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩.০ আবেদন ফরম জমাদানের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিদ্যালয় কর্তৃক শ্রেণি ভিত্তিক বিক্রয় ও জমাকৃত আবেদন ফরমের সংখ্যা নির্ধারিত ছকে কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৪.০ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন: ভর্তি কমিটি যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রশ্নপত্র অবশ্যই মানসম্মত ও শ্রেণি উপযোগী হতে হবে। যে শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তার পূর্ববর্তী শ্রেণির জাতীয় 'শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর পাঠ্য বই থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

১৫.০ পরীক্ষা গ্রহণ: পরীক্ষার হলে সুষ্ঠু আসন বিন্যাস ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কমিটি/প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজট নিরসনসহ আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়তা নিতে পারবেন। পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সরেজমিনে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করবে। যথাসম্ভব সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে অবশ্যই কালো কালির কলম ব্যবহার করতে হবে।

১৬.০ সংরক্ষিত কোটা

১৬.১ মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যাদের ভর্তির জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ যথাযথভাবে যাচাই করে ভর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উক্ত কোটায় প্রার্থী না পাওয়া গেলে তা মেধাক্রম অনুসারে পূরণ করা হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৬.২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৬.৩ শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সারাদেশে লিল্লাহ বোর্ডিং/এতিম খানা এ অবস্থানরত সকল শিশুকে নিকটস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ভর্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শূন্য আসনের ১% কোটা সংরক্ষিত থাকবে;

১৬.৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১ শতাংশ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় (তফসিল-ক এ বর্ণিত) কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে ১ শতাংশসহ মোট ২ শতাংশ আসন (ভগ্নাংশ হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা গণনা করতে হবে) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রত্যয়ন পত্র ও ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে যে কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৬.৫ কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সহোদর/সহোদরা যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে অথবা যে সকল সহোদর/সহোদরা নতুন আবেদন করবে তাদের জন্য ৩% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পতির মোট ০৩ (তিন) সন্তান পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে সহোদর/সহোদরার আবেদন পাওয়া না গেলে উক্ত ৩% আসন যমজ ভাই/বোনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৬.৬ কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে অথবা যে সকল যমজ ভাই/বোন নতুন আবেদন করবে তাদের জন্য ২% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পতির মোট ০৩ (তিন) সন্তান পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে যমজ ভাই/বোন এর আবেদন পাওয়া না গেলে উক্ত ২% আসন সহোদর/সহোদরার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৭.০ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করবে।

১৮.০ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এক কর্মস্থল থেকে অন্য কর্মস্থলে বদলি হলে তাদের সন্তানদের সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন:

১ ভর্তির জন্য প্রমাণকসহ ভর্তি কমিটির সভাপতি বরাবর বদলির আদেশের তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

২ সকল মহানগরী/সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় শহরের মধ্যে বদলিকৃত কর্মস্থল ১০ (দশ) কি:মি: (google map অনুযায়ী) এর অধিক হলে তাঁর সন্তান কর্মস্থলের নিকটতম সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে।

৩ জেলা/উপজেলা/থানার ক্ষেত্রে বদলিকৃত কর্মস্থলের নিকটতম সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর সন্তান ভর্তির সুযোগ পাবে।

৪ বদলিজনিত কারণে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির জন্য প্রতি শ্রেণি শাখায় মোট আসনের ৫% অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৫ সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ তাঁর পূর্বতন কর্মস্থলে পুনরায় বদলি হয়ে আসলে তাঁদের সন্তানদের পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় ভর্তির সুযোগ পাবে।

৬ বিভিন্ন কোটায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের কোটার স্বপক্ষে সকল কাগজপত্রের মূলকপি প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক যাচাই বাছাই করে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৯.০ ভর্তির নীতিমালা ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন অবস্থায় শূন্য আসনের বাহিরে ভর্তি করা যাবে না। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

২০.০ ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ:

২০.১ ডিজিটাল লটারিতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ:

২০.১ ডিজিটাল লটারিতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ: ডিজিটাল লটারিতে গৃহীত পরীক্ষার ভর্তি ফি বাবদ প্রাপ্ত মোট টাকা হতে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তিমূল্য রেখে অবশিষ্ট টাকার বিভাজন প্রস্তুতের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক উপকমিটি গঠনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.২ প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রেখে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে; কোন ব্যত্যয় হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

২১.০ ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:

২১.১ ঢাকা মহানগরী ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:

১	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সভাপতি
২	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৩	পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
৪	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, বেসরকারি মাধ্যমিক-১, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	জেলা প্রশাসক, ঢাকার একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের)	সদস্য
৬	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৭	সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৮	বিদ্যালয় পরিদর্শক (ঢাকা অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৯	ঢাকা মহানগরীর স্বনামধন্য বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ (৫ জন)	সদস্য
১০	সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১১	জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	সদস্য
১২	উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) মহানগরীর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সকল) এর ভর্তির কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ করবেন।

(খ) ভর্তি কার্যক্রমে সার্বিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন।

(গ) উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধান ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।
(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২১.২ জেলা পর্যায়ে ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি :

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	সিভিল সার্জন	সদস্য
৩	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	সদস্য
৪	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	সদস্য
৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা সদর)	সদস্য
৬	আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলার ক্ষেত্রে)	সদস্য
৭	জেলা সদরের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ (২ জন)	সদস্য
৮	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:
(ক) জেলা পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সকল) এর ভর্তির কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ করবেন।
(খ) ভর্তি কার্যক্রমে সার্বিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন।
(গ) উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধান ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।
(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২১.৩ উপজেলা পর্যায়ে ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি :

১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৩	উপজেলাধীন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
৪	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:
(ক) উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সকল) এর ভর্তির কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ করবেন।
(খ) ভর্তি কার্যক্রমে সার্বিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন।
(গ) উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধান ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।
(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২২.০ এ নীতিমালা পরবর্তীতে হালনাগাদ/পরিবর্তন/পরিমার্জন না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

২৩.০ এ নীতিমালা প্রয়োগকালীন কোন অস্পস্পষ্টতা/অসুবিধা পরিলক্ষিত হলে তা দূরীকরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।

২৪.০ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা জারি করা হলো।

২০/১১/২০২৬

মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন
উপসচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০২১.১৬(অংশ-১).২৭০

তারিখ : ২৫ কার্তিক ১৪৩৩ / ১০ নভেম্বর ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব/উইং প্রধান (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।
৫. চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৭. যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক/সরকারি মাধ্যমিক/আইন ও শৃঙ্খলা/উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর/ময়মনসিংহ।
৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. জেলা প্রশাসক,..... (সকল)।
১৩. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।
১৬. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল, ... (সকল)।
১৭. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল, ... (সকল)।
১৮. সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৯. জেলা শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।
২০. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,..... (সকল)।
২১. অধ্যক্ষ.....।
২২. প্রধান শিক্ষক .....।

২৫/১০/২০২৬

মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন
উপসচিব

"তফসিল-ক"

অনুচ্ছেদ ১৬.৪ এ উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ "দপ্তর/সংস্থা" বলতে নিম্নোক্ত দপ্তর/সংস্থাকে বুঝাবে:

ক্রম	দপ্তর/অফিস/সংস্থার নাম
০১	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
০২	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
০৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
০৪	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
০৫	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
০৬	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
০৭	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)
০৮	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
০৯	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
১০	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)
১১	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট
১২	বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন (বিএনসিইউ)
১৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা
১৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,কুমিল্লা
১৫	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,চট্টগ্রাম
১৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,রাজশাহী
১৭	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,যশোর
১৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,সিলেট
১৯	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,বরিশাল
২০	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,দিনাজপুর
২১	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ময়মনসিংহ
২২	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
২৩	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট
২৪	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
২৫	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
২৬	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
২৭	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
২৮	জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার)
২৯	বাংলাদেশ স্কাউটস